তারিখঃ ১৮.৩.২১ – ১৯.৩.২১ ইং

**আস সালামু আলাইকুম আজকে একটি মৌলিক বিষয়ে ধারণা দিবো**

মুসলিমের ঘরে জন্ম নেওয়া ছেলে মুসলিম হয়েছে, হিন্দুর ঘরের সন্তান হিন্দু, বৌদ্ধের ঘরে বৌদ্ধ, ইহুদীর ঘরে ইহুদী......

তাহলে নাম মাত্র মুসলামের বিশেষত্ব কি রইলো?

তাহলে সবাই আগে মানুষ এটা সত্য কিছুক্ষণের জন্য কেবল মানুষ।

জগতে প্রতিটি মানুষ একে অপরের জন্য একটি পরিবার। সবাই আদমের সন্তান

জগতে সব মানুষ একে অপরের জন্য হিতকর কিছু করবে।

নবিগনকে আল্লাহ মানব জাতির হিত সাধনের জন্যই প্রেরণ করেছিলেন।

নবিগন এক দিকে মানব জাতির জন্য আল্লাহর প্রতিনিধি অপর দিকে আল্লাহর হয়ে মানব জাতির নিকট সাক্ষী ও প্রতিনিধি। এই জগতে প্রতিটি মানুষের উপর অপর মানুষের মানবিক কিছু হক্ক বা অধিকার ও কর্তব্য আছে।

একটি পরিবারের সদস্য ভুল পথে চলে গেলে তাকে সঠিক পথ দেখানো। যারা সঠিক পথে আছে তাকেও চলতে সহায়তা করা।

কেউ কারো জন্মগত শত্রু নয় বরং জন্মগত ভাবে সবাই এক আদমেরই সন্তান।

শয়তান মানুষকে এক সময় বিভ্রান্ত করে দিলো, নিজেদের মধ্যেই হিংসা, বিদ্বেস, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বিস্তার করতে লাগলো।

এখন যারা তা বুঝতে পারে তাকে প্রথমে শয়তানের বিষয়ে সচেতন করা জরুরী, অপর দিকে শয়তানকেও বাধা দেওয়া জরুরী।

মানুষদের মধ্যে একদল শয়তানের আশ্রয় গ্রহণ করলো তারাও মানুষ হয়েও শয়তানেরই পরিবারের অন্তুর্ভুক্ত।

মানুষ মানুষকে ভুল শিক্ষা দেয় এবং মানব প্রজননে বিকৃত বংশ বিস্তার করে

এটা শয়তানের কাজ।

তাই দুইটা নীতি সব সময় মনে রাখতে হবে।

দুইটা বিষয় আছে তা জাত পদ বলে কথা নয়। দেখতে হয় তার **জন্ম** ও **শিক্ষার** ধারা কোথা থেকে এলো।

সেটা যেই মানুষ হোক, যে রং এর হোক। এবং যে শিক্ষা হোক যে বিষয়ের শিক্ষা হোক

জন্ম ও শিক্ষা যে যেই ধর্মের তার বংশ প্রজনন যদি তার বাতিল ধর্মের নিয়মেও হয় তারপরেও জগত সেই জন্ম উৎসকে বৈধ স্বীকৃতি দেয়

অনাচারে প্রঁজনন কোন ধর্মে স্বীকৃতি দেয় না। যদিও ঐ প্রজননের সন্তানেরও কোন না কোন পিতা থাকে একই ভাবে শিক্ষা।

মানব কল্যানের জন্য উপকারী মৌলিক শিক্ষা যে কোন মানুষ থেকে নিক তার উৎস ঠিক থাকলে সেটাকে যে কোন ধর্মেই স্বীকৃতি দেয়।

কেউ যদি বৌদ্ধ, খৃষ্ঠান থেকেও ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারী, সাহিত্য ইত্যাদি শিখে সেই শিক্ষা বৈধ।

আগে দেখতে হবে শিক্ষা দান কারি মানুষ কিনা?

সেও কোন মানুষ থেকে সেটা শিখেছে কিনা?

যদি সেই বিষয়ে কেউ নতুন কিছু আবিস্কার করে সেটাও বৈধ, তখন তার থেকে শিক্ষা নেওয়াও বৈধ।

নিজে নিজে কেউ কোন বিদ্যা চর্চা করে কিছু অর্জন করতে যাওয়া অনেক সময় সেটা শয়তানের উৎস থেকেই হয়ে থাকে এবং চুরি করে অথবা অনুমতি ছাড়া জোড় করে অথবা শিক্ষকের উপর চাপ প্রয়োগে, তর্কের মাধ্যমে ইত্যাদি ভুল নিয়মেও শিক্ষা গ্রহণ অবৈধ। এটা অনাচারে প্রজননের মত।

**এই পর্যন্ত কি কারো বুঝতে সমস্যা হয়েছে? কোন প্রশ্ন থাকলে করার অনুমতি আছে। সব থেকে ভাল হয় নোট করে নেওয়া**

**প্রশ্নঃ** এতদিন ভাবতাম অন্য ধর্মাবলম্বীরা হারামজাদা , এই ধারণা তাহলে ভুল ?

**উত্তরঃ** হ্যা ভুল। বিকৃত ধর্মেরও বিবাহ ও প্রজননকে সব ধর্মেই স্বীকৃতি দেয়। তা না হলে সমগ্র জগত পাপচার ও অশ্লীলতায় ডুবে যেত।

* **প্রশ্নঃ** এই ধরণের বিশ্বাস এ গড়মিল কি আমাদের ইসলামি মূল আকিদাকে প্রভাবিত করে?
* **উত্তরঃ** আকিদাতে সমস্যা হবে না। বরং আহলে কিতাবীদের বিবাহের অনুমতি এবং তাদের জবেহ বৈধ।

**প্রশ্নঃ** কিন্তু একজন মুসলিম আর একজন অমুসলিম হলে তখনই সমস্যা তাইনা ???

**উত্তরঃ** হ্যা, প্রত্যেকে তার স্ব ধর্মের মধ্যে হলে সমস্যা নেই অন্য ধর্ম বলতে মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসারীদের মধ্যেও একে অপরের সাথে বিবাহ হতে পারে ।

* **প্রশ্নঃ** মিল্লাতে ইবরাহিম বলতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম ? এদের বিবাহ জায়েয?
* **উত্তরঃ** হ্যা, আগে উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যেই বিবাহের জন্য পাত্রী দেখার নিয়ম। কুতসিত হলেও।

**প্রশ্নঃ** ট্রাম্প,পুতিন যদি বিসমিল্লাহ বলে জবেহ করে তাহলে আমাদের জন্য তা জায়েজ?

**উত্তরঃ** পুতিন স্বধর্মে নেই। ট্রাম আর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জবাহে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর কালামের আইন তাদের কেউই বাস্তবায়ন করে নি।

* **প্রশ্নঃ** পোপ ফ্রান্সিসের ক্ষেত্রে?
* **উত্তরঃ** পোপদের টা সমস্যা নেই
* **প্রশ্নঃ** কিন্তু শাইখ পোপ ফ্রান্সিস কে তো আমি এক ভিডিওতে দেখলাম কিছু শয়তানি অর্চনায় অংশ নিতে, এমনকি এক এলিটকে সিজদা দিতে?
* **উত্তরঃ** যখন নিশ্চিত হবেন সে তার ধর্মে নেই স্বধর্ম ত্যাগ করে বাতিলের পথে চলে গেছে তাহলে সতর্ক থাকবেন। যদিও বর্তমান ইহুদী খৃষ্টান ধর্ম বাতিল আমি ঐ বাতিলের কথা বলি নি। যতখক্ষণ তারা আল্লাহকে স্বীকৃতি দিবে ততক্ষণ তাদের জবেহ বৈধ। এই জন্যই চেইন খুব জরুরী, জন্ম ও শিক্ষা চেইন।
* **প্রশ্নঃ** আমরা তো জানি বর্তমান খৃষ্টান তো ইসা (আ) ইশ্বর মানেন। তাহলে?
* **উত্তরঃ** তারপরেও বৈধ। কারণ তারা নবির সময়েও ত্রিনিটি বিশ্বাস করতো। তখনও তাদের জবেহ বৈধই ধরা হয়েছে।
* **প্রশ্নঃ** সেই ক্ষেত্রে তাদের বিসমিল্লাহ বলতে হবে?
* **উত্তরঃ** বিসমিল্লাহ বলা আর আল্লাহর স্বীকৃতি দেওয়া তো একই।
* **প্রশ্নঃ** আল্লাহর স্বীকৃতি দিল কিন্তু যবেহ করার সময় শির্ক করল তখন?
* **উত্তরঃ** অধিকাংস মানুষ ইমান আনা সত্তেও মুশরিক। আমরা কারো ভিতরের অবস্থা দেখি না। কেবল বাহ্যত দেখি তাই অনুসরণ করি। এটাই আমাদের সীমাবন্ধতা। সাধ্যের বাহিরে কিছু করার নেই।

**প্রশ্নঃ** শাইখ জ্বিনদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি রকম?

**উত্তরঃ** জিনদের সাথে মানব বিবাহ নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক আছে। কেউ বলে তাদের মধ্যেও মুসলিম ও আহলে কিতাবিদের বিবাহ বৈধ। তারা ঐতিহাসীক কিছু দলিল দেখায়। যেমন রানী বিলকিস। আমি বলি সেটা বৈধ না। এতে মানবের বিকৃত জন্ম প্রজনন সৃষ্টি হয়।

এই জন্য জিনদের থেকে ইলম নেওয়াও বৈধ না। তবে দ্বীনি বিষয়ে আলাদা কথা। জিহাদ, সালাত ও দ্বীনি চর্চা জিন ও মানুষ এক সাথে করতে পারে। এই ক্ষেত্রে মানষ ইমাম হবে, জিন মানুষের অনৃসরণ করবে।

**প্রশ্নঃ** অপরিচিতদের থেকে ইল্ম নেওয়া নিষেধ এই কথা কি সবার বেলায় প্রযোজ্য?

**উত্তরঃ** যখন মৌলিক নীতি গুলো পরিপক্কতার সাথে বুঝা যাবে তখন অপরিচিত এমনকি কোন কোন বাতিল পথ থেকেও জ্ঞান নেওয়া যায়। সেটা সবার জন্য বৈধ নয়।

* **প্রশ্নঃ** আর কারো থেকে ইলম নেবার পূর্বশর্তগুলো কি কি?
* **উত্তরঃ** তার শিক্ষার উৎস এবং ধারাবহিকতা এটা মুল শর্ত। সব ইলম সবার থেকে নেওয়া বৈধ নয়। বিষয়টা আপেক্ষিক বুঝতে সময় নিবে। ধিরে ধিরে।